মুজিবনগরে বিভিন্ন মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগরে বিভিন্ন মামলার সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্ট ভুক্ত ৬ আসামিকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার রাত ১টা হতে ভোর ৫ টা মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এর নের্তৃত্বে এসআই উত্তম কুমার, এসআই প্রকাশ ঘোষ, এসআই সাইফুল ইসলাম, এএসআই সোহেল রানা, এএসআই সাখাওয়াত হোসেনসহ সংগীয় ফোর্স নিয়ে মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে এজাহারভুক্ত আসামী ভবের পাড়া গ্রামের মৃত জামাত দফাদারের ছেলে হেকমত দফাদার (৫০), জিআর নং-৭৩২/১১, পি-৬৫/২৫ এর সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামের কাশেম এর ছেলে হাফিজুল(৫০) জিআর নং-৭৩২/১১, পি-৬৬/২৫ এর সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামে মৃত বশিরের ছেলে কাসেম (৫৫), জিআর-০৬/২০ সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামের তাহের আলীর ছেলে হালিম এবং জিআর নং-৭৫/১৯ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী জয়পুর গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে রবিউল (৩৫), জিআর নং-৪৩/২৩ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী বাগওয়ান গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে সাইফুল শেখ (৩৫) কে নিজ নিজ এলাকা হতে গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম (পিপিএম) সার্বিক দিক নির্দেশনায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান (প্রশাসন ও অর্থ) এর তত্ত্বাবধানে এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম (সার্কেল) স্যার এর সহযোগিতায় মুমিন মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে
আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সে সাথে মুজিবনগর থানা এলাকায় ওয়ারেন্ট মূলে আসামী গ্রেফতার ও মাদক উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।

মেহেরপুরে জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার সংক্রান্ত সেবার পরিধি ও মান উন্নয়নসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯ থেকে ২৫ জানুয়ারি ‘জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ সপ্তাহ’ উদযাপন হচ্ছে।

বুধবার সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালক রাশেদুল বশির, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে কনসালটেন্ট ডা. ইনজামাম উল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, ডা. সুরাইয়া শারমিন প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন বলেন জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার মরণ ব্যাধি, যা প্রাথমিকভাবে সাধারণত কোনো দৃশ্যমান পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ করে না। নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করা গেলে এই ক্যান্সারের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। শুরুতে এ ক্যান্সার নির্ণয় করতে পারলে অনেক মা-বোনের জীবন রক্ষা করা যাবে।

মেহেরপুরে আইসিটি বিষয়ক যুব সমাবেশ ও তারুণ্য উৎসব

“পৃথিবী বদলাই তারুণ্যের নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে উন্নয়ন সংক্রান্ত সৃজনশীল কাজে

(ফ্রিল্যান্সিং) আইসিটি বিষয়ক যুব সমাবেশ ও তারুণ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২২শে জানুয়ারি) ১০ টার দিকে যুব উন্নয়নের আয়োজনে মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টিটিসির হল রুমে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক এস.এম. ওবায়দুল বাসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার পিপিএম মাকসুদা আখতার খানম ও মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধ্যক্ষ মোঃ আরিফ হোসেন তালুকদার।

যুব সমাবেশ ও তারুণ্য উৎসব অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়নের সহকারী প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম সাগরের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আইসিটি অফিসার সুব্রত কুমার বিশ্বাস।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাসেল আহমেদ, মুন্সী জাহাঙ্গীর জিন্নাত, রাব্বি, হারেজ উদ্দিন, ফাহাদ সামিহা লিমা প্রমূখ।

এ সময় মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে স্বপ্নচূড়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে স্বপ্নচূড়া সংগঠনের ৩য় তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর স্বপ্নচূড়া সংগঠন তহ বাজার আয়োজনে মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) চারটার দিকে কাঁচা বাজার আড়ৎ প্রাঙ্গনে বাজার স্বপ্নচূড়া সংগঠনের ৩য় তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

স্বপ্নচূড়া সংগঠনের তহ বাজার সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম শফিরের

সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সুজন আহমেদের সার্বিক পরিচালনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় করেন সাংবাদিক মিজানুর রহমান মিজান।

আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বপ্ন সংগঠন তহ বাজার মোঃ আলাল মালিথা, মোঃ নজরুল ইসলাম, এ সময় আর উপস্থিত ছিলেন অতিথিবৃন্দ মোঃ আহসান হাবীব, মোঃ আব্দুস সাত্তার, মোঃ আব্দুস সামাদ, মোঃ হাফিজুর রহমান হৃদয়, মোঃ হাফিজুর রহমান, মোঃ আবু হানিফ, মোহাম্মদ আওাব আলী, মোঃ আবুল বাশার, মোঃ জিয়ার রহমান, শ্রী অনন্ত কুমার হালদার প্রমুখ।

মেহেরপুরে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে তারুণের উৎসব ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনূর্ধ্ব ১৭ বালক বালিকা উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সকাল ১০ টার দিকে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে জেলা স্টেডিয়াম এ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষাও আইসিটি) মোঃ রনি আলম নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।বি শেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার পিপিএম মাকসুদা আকতার খানম।

জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদের সঞ্চালনায় এছাড়াও এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ হযরত আলী, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক মোঃ মোজাফফর খানসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উদযাপনে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট

মেহেরপুরে তারুণের উৎসব ২০২৫ উদযাপন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেল চারটার দিকে অনুষ্ঠানে আয়োজনে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চক্করে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট খেলা আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রনি আলম নূর, প্রকল্প বাস্তবায়নে সাইদুর রহমান এর সঞ্চালনায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান ওয়াহেদ হাসান, সহ-শিক্ষক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে পিঠা উৎসব ও কারুপণ্য মেলা

বাঙালি সংস্কৃতিতে শীত ঋতু বিশেষ ভূমিকা জুড়ে আছে। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাসে তৈরি হয় নানান জাতের পিঠা। এই পিঠাই চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সাথে ছিল হারিয়ে যাওয়া কারুপণ্য।

আবহামান কাল ধরে গ্রামবাংলার মানুষের ঐতিহ্যেও এই নানাজাতের ঐতিহ্যবাহী পিঠা আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে। যান্ত্রিক

জীবনে নতুন প্রজন্ম জানে না বাঙালিয়ানা অনেক পিঠার নাম। দিনভর নানা বয়সী মানুষের পদচারনায় মুখরিত ছিল উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মেলা প্রাঙ্গণ। বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মেলে ধরতে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল সোমবার দিনব্যাপি আয়োজন করা হয়েছে পিঠা উৎসব ও কারুপণ্য মেলা। গতকাল আজ সোমবার গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব-২০২৫। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তরুণ উদ্দ্যেক্তা, প্রতিষ্ঠান এই পিঠা উৎসবের অংশ নেন।

গ্রামীণ এই ঐতিহ্যকে আরও সুন্দর করে তুলতে আয়োজনের সঙ্গে ছিল হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী গ্রাম্য লোকজ কারুপণ্য। কারুপণ্য আর পিঠা নিয়ে স্টল বসেছিল ২০টি। দিনব্যাপি মেলাতে ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা, তারা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, লবঙ্গ পিঠা, কলা পিঠা, মালপোয়া, দুধ চিতই পিঠা, পুলি পিঠা (ভাপা), জামাই পিঠা সহ আরও হরেক রকমের পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেছিল উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি এই উৎসবের স্টলগুলোতে গ্রামীণ নকশী কাঁথার প্রদর্শন ছিল দর্শনার্থীদের কাছে আলাদা মাত্রা। এছাড়াও হারিয়ে যাওয়া হারিকেন, হুকু, হাঁড়ি-পাতিল রাখার সিঁকি, দাঁড়িপাল্লা, খেয়া জাল, মাতাল, বিড়িতে আগুন দেওয়ার পুয়ালের তৈরী বুন্দা, পুরানো টর্চলাইট, কুপি বাতি, হারিকেন, টেপরেকোর্ডার, খড়ম, ঢেঁকি, মাছ ধরার বিত্তি, দাঁড়িডাল্লা, বাটখারাসহ নানা রকম জীবন থেকে হারিয়ে পণ্যের পসরা প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া স্টলগুলোতে শোভা পাচ্ছিল, গ্রামীণ ঐতিহ্যের নানা ধরণের পোশাক, বাঁশ বেতের তৈরী কুলা ডালা, শরপস, সের ধামা ছাড়াও ছিল দেশীয় ছাগল, ভোকরা, গিনিপিক, খোরগোস, কবুতরসহ নানা জাতের প্রাণী। গ্রাম-বাংলার বিলুপ্তপ্রায় লোকজ খাবার ধরে রাখা ও নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই এমন উৎসবের আয়োজন জানালেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। তিনি আরও বলেন, পুরানো ঐতিহ্য তুলে ধরার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে জানান দেয়াটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম আমাদেও পুরানো ঐতিহ্য সমন্ধে একটা ধারণা পাবে। এর আগে শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে ও ফিতা কেটে দিনব্যাপি এই পিঠা ও কারুপণ্যে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

এসময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদেও চেয়ারম্যান মুহা. আলম হুসাইন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন

অফিসার মনসুর রহমান, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার আসাদুজ্জামান আসাদ, গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার নাসিমা খাতুন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে তারুণ্যের উৎসবে ২০২৫ উৎযাপন উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল চত্তর ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

উৎসবে অংশ নেয়া ডাক্তার তাসনোভা মুর্শেদ জানান,প্রতি শীত মৌসুমে এ ধরণের উৎসব করলে,পুরানো ঐতিহ্য আবার নতুন করে চাঙা দেবে। ফলে নতুন প্রজন্ম নতুন নতুন ধারণা পাবে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে নানা প্রকার পিঠার পসরা সাজিয়ে রাখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি এউৎসবে নকশী কাঁথা স্টলের মাধ্যমে প্রদর্শন ছিল আয়োজনের আলাদা মাত্রা। এছাড়াও হারিয়ে যেতে বসা হারিকেন, হুকু, বোন্দা, হাঁড়ি-পাতিল রাখার সিঁকিসহ নানা রকম পণ্যের পসরা প্রদর্শন করা হয়। গাংনী উপজেলা প্রশাসন এ উৎসবের আয়োজন করে।

উৎসবে অংশ নেয়া ডাক্তার তাসনোভা মুর্শেদ জানান,প্রতি শীত মৌসুমে এ ধরণের উৎসব করলে,পুরোনো ঐতিহ্য আবার নতুন করে চাঙা দেবে। ফলে নতুন প্রজন্ম নতুন নতুন ধারণা পাবে। পিঠা ও কারুপণ্য প্রদর্শিত স্টল পরিদর্শনে এসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা তার প্রতিক্রিয়ায় জানান,পুরোনো ঐতিহ্য এভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে জানান দেয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ থেকে নতুন প্রজন্ম অনেকটা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেলো।

গাংনীতে বিএনপির যৌথ কর্মী সভা

দেশ সংস্কারের নামে নির্বাচন বিলম্ব করা যাবেনা। চলতি বছরের ৫ আগ্স্টে জাতীয় নির্বাচন দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে দেশ

পরিচালনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার দাবী করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপি আয়োজিত যৌথ কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি একথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, সৈরাচারী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ধরে দাড়িয়ে আছেন এবং দেশে বিশৃঙ্খলা সৃস্টি করার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৭ বছরের নির্যাতন সহ্য করা মানুষ একটু সস্তিতে কথা বলতে পারছেন স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন। আমরা সে সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইনা। মেহেরপুরের বিএনপিকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন,২০১৮ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে দেয়নি রক্ত পিপাসী শেখ হাসিনা। সে তার হাতের আঙ্গুলির হেলানিতে দেশে একত্ববাদ কায়েম করেছেন। দেশে কারও তোয়াক্কা করেনি। আগের সেই সেনাবাহিনী সৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতনের সহযোগীতা করে দেশ উদ্ধার করে বিপদগ্রস্ত মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। হাজারও তরুনের রক্তের বিনিময়ে দেশের মানুষ যে সুযোগটুকু পেয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে গেলে বিএনপি আবারও দশ বছর পিছিয়ে পড়বে।

তিনি আরও বলেন, আগস্টের পরে এক শ্রেনীর সুযোগ সন্ধানীরা লুটপাট চালিয়ে দলের মান ক্ষুণ্ণ করেছেন, দল তাদের চিহ্নিত করেছে। বিএনপি লুটপাট রাজনীতি বিশ্বাস করেনা। দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ কারীদের দমাতে এবং দলে বিভেদ সৃস্টি কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে দেশ নায়ক তারেক রহমান। দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ কারীদের বিরুদ্ধেও কেন্দ্র থেকে সিদ্ধান্ত এসেছে বলেও জানান তিনি। জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন,শেখ মুজিবের পরিবার একটি সৈরাচারী পরিবার।

আন্তর্জাতিক মহলেও তাদের লুটপাটকারী পরিবার বলে চিহ্নিত হয়েছে। গাংনী কেন্দ্রীয় ইদগাহ ময়দানে যৌথ কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদ। গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনসারুল হক ইন্সু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক গোলাম কাউছারসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কর্মীসভায় বক্তারা বলেন, আগামীতে দেশকে ঢেলে সাজাতে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যমতের মাধ্যমে দলকে সুসংগঠিত করতে হবে। কর্মী সমাবেশে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কয়েক হাজার বিএনপিমনা মানুষ উপস্থিত হন।

গাংনীর মোহাম্মদপুর গ্রামে নবীনবরণ ও নবনির্মিত ভবন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেন, এদেশে জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি, জামায়াতসহ ছোট বড় অনেক দল রয়েছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন মত ও আলোচনা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব এবং জনগণের অধিকারের প্রশ্নে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, সেই ঐক্যকে কোনোভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবেনা।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মঠমুড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর ফার্স্ট চয়েজ মডার্ন স্কুল, হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা কর্তৃক আয়োজিত নবীনবরণ ও নবনির্মিত ভবন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মোহাম্মদপুর ফার্স্ট চয়েজ মডার্ন স্কুল, হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার চেয়ারম্যান রাশেদ গনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও ২ (গাংনী) আসনের সাবেক এমপি মোঃ আমজাদ হোসেন, আল্লামা দেলোওয়ার হোসেন সাঈদী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শামীম সাঈদী, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ বাচ্চু, বাংলাদেশ

জাতীয়বাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির জনশক্তি উন্নয়ন বিষয়ক সহ-সম্পাদক অর্পনা রায় দাস প্রান্তি, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাংগাঠনিক সম্পাদক ইছাহাক সরকার, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক আরও বলেন, “বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে খুনি হাসিনা সরকার অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেছিল। তাকে চিকিৎসা থেকে বঞ্ছিত করার ফলে তিনি শারীরিকভাবে শংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি সুস্থ্য হয়ে দেশে ফিরে আবারও বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা দেলোওয়ার হোসেন সাঈদীকে মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে চিকিৎসা বঞ্চিত করে হত্যা করা হয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বাবু গয়েস্বর চন্দ্র রায়কে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। খুনি হাসিনা ও আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে এবং জনগণের অধিকারকে বিশ্বাস করেনা। তারা আওয়ামীলীগের বাইরে যারা রয়েছে ,তাদেরকে মানুষ মনে করেনা, দাশ মনে করে, প্রজা মনে করে। তারা এই দেশটাকে তাদের বাবার সম্পত্তি মনে করে। তারা যা বলবে সেটাই মেনে নিতে হবে। এই দেশের অর্থ সম্পদ তাদের বাবার সম্পত্তি। সেটা যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করবে, লুটপাট করে বিদেশে পাচার করবে। হাসিনার আমলের লুটপাট, জনগণের উপর অন্যায় অত্যাচার জুলুমের ফিরিস্তি তুলে ধরতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগবে। তিনি বলেন, খুনি হাসিনার পরিবারের সদস্যদের এখন বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি পাওয়া যাচ্ছে। এদেশে দূর্ণীতি করে সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে। লুটপাটের সেই সম্পত্তি থাকলে আজ বাংলাদেশে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হতো। এদেশের গ্রামীণ জনপদ আজ পিছিয়ে পড়া জনপদ থাকতো না। বাংলাদেশের দারিদ্রতা, অর্থকষ্ট ও অভাব দুর করা যেতো। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থ সম্পদ বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে চাই। এটাই আমাদের ওয়াদা এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি।

ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক বলেন, ঐক্যের প্রতিক বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে ঐক্যের প্রতীক হয়ে সকল দলমত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক করার ক্ষেত্রে যে পথ রচনা করেছিলেন সেই ধারাবাহিকতায় জুলাই-আগষ্ট বিপ্লব হয়েছে। জুলাই

আগষ্টের গণঅভ্যুথানের মাধ্যমে আমরা যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ পেয়েছি, তরুণ প্রজন্মের একজন প্রতিনিধি হিসেবে বলবো, তারেক রহমান দেশ গড়ার যে ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন, বিএনপির সেই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে। ইশরাক আরও বলেন, বিগত তিনটি নির্বাচনে খুনি হাসিনা সরকার, রাস্ট্রের মালিকানা জনগণের একটি করে ভোট, খুনি হাসিনা জনগণের সেই ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। শুধু ভোটাধিকার কেড়ে নেইনি, জুলাই আগস্টে তারা একটি গণহত্যা চালিয়েছে। যেখানে অন্তসত্তা নারীদেরও গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে ৮ বছর বয়সি শিশুদেরও হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতে এই খুনি হাসিনার দৃষ্টান্তমুলক বিচার ও সর্বোচ্চ শাস্তি হোক আমরা সেটা চাই।

খুনি হাসিনাকে বাংলাদেশে মাটিতে ফিরিয়ে এনে তাকে বিচার করে যথাযথ শাস্তি দিতে হবে। সেটি না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। যারা রাজনীতি করি তারা রাজপথে থাকবো। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের পার্শ্ববর্তি দেশ ভারত এদেশের উপর আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। ভারত যে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে সেই আগ্রাসন রুখে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিএনপি, জামায়াতসহ ছোট বড় অনেক দলের ভিন্ন ভিন্ন মত ও আলোচনা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব এবং জনগণের অধিকারের প্রশ্নে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, সেই ঐক্যকে কোনোভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবেনা তিনি আরও বলেন, আমি রাজনীতি শুরু থেকেই সাধারণ জনগণের উপর খুনি হাসিনার অন্যায়, অত্যাচার, জুলমের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

কোনোদিন খুনি হাসিনা ও তার দোষরদের কাছে আত্মসম্পর্ণ করিনি। এসময় তিনি জুলাই আগষ্টের সংগঠিত গণহত্যায় শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। পরে একটি মনোঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট বক্তা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কবির বিন সামাদ। অনুষ্ঠানে এলাকার হাজার হাজার নারী পুরুষ যোগদান করেন।

মুজিবনগরে আন্ত: ইউনিয়ন ফুটবল টূর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫, উৎযাপনে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অনুর্ধ ১৭ আন্ত: ইউনিয়ন ফুটবল টূর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ উপজেলা চাম্পিয়ন গৌরব অর্জন করে। মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, গৌরিনগর খেলার মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল সোমবার বিকালে হাড্ডাহাড্ডি ফাইনাল খেলার মধ্যে দিয়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশকে ১-০ গোলে পরাজিত করে মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। গতকাল সোমবার দিনব্যাপী খেলায় উপজেলার ৪ টি ইউনিয়নের খেলোয়ার অংশগ্রহন করেন। প্রথম রাউন্ডে একদিকে মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ ও মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশ অংশগ্রহন করেন।

৪০ মিনিটের খেলায় গোল শূন্য ড্র হওয়ায় ট্রাইবেকার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ট্রাইবেকারে মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ ফাইনালে উন্নতি হয়। অন্যদিকে দারিয়াপুর ইউনিয়ন একাদশকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ ফাইনাল খেলার গৌরব অর্জন করে।

দুপুরের বিরতির পর বিকালে বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ ও মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল,মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দীন,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমানসহ উৎসুক জনতা খেলাটি উপভোগ করেন।

খেলাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনকৃত ২য় শ্রেনীর রেফারী সোহেল রানা। খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে পুরষ্কার তুলে দেয়া হয়।